حكم تخصيص شهر رجب ببعض العبادات

(من فتوى سماحة المفتي الشيخ ابن باز رحمه الله)

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة المجمعة

শবে মিরাজ পালনের বিধান

প্রতি বৎসর ২৭শে রজব বিভিন্ন দেশে কোন কোন মুসলমান ভক্তি ও উদ্দীপনার সাথে 'শবে মিরাজ পালন করে থাকেন। তাঁরা এই রাত্রে ইবাদত করেন এবং পরদিন রোযা রাখেন। তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এ সকল ইবাদত করেন। কিন্তু পবিত্র কুরআন কারীমের শিক্ষা ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর শিক্ষার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁদের এ সকল কর্ম অন্যায় ও অবশ্য-বর্জনীয়। নিম্নের কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করুনঃ-

১। ২৭শে রজব মিরাজ হয়েছিল -এ কথা প্রমাণিত নয়ঃ

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ কে মহান আল্লাহ বিশেষ মর্যাদা দান করেন এবং এক রাতে তাঁকে মক্কা শরীফ থেকে বোরাকে করে জেরুজালেমের মসজিদে আকসায় এবং সেখান থেকে নিজের সান্নিধ্যে নিয়ে যান। মিরাজের এই ঘটনা পবিত্র কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও মিরাজের তারীখ বলা হয়নি। মিরাজ কোন তারীখে সংঘটিত হয়েছিল এ কথা পবিত্র কুরআনে বা কোন বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ মিরাজের তারীখ জানা বা জানানোর ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি, তা পালন করা তো দূরের কথা। পরবর্তী যামানার ঐতিহাসিকগণ পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, মিরাজ রবিউল আউওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। কেউ বলেছেন, মুহার্রাম মাসে। কেউ বলেছেন, রমযান মাসে। আবার কেউ বলেছেন রজব মাসে। তারীখের ব্যাপারেও বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। আর কোন মতটাই সঠিকরূপে প্রমাণিত নয়। এমতাবস্থায় ২৭শে রজবেই মিরাজ হয়েছে বলে বিশ্বাস করা এবং এই দিন বা রাতকে কোন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা যে একেবারেই ভিত্তিহীন তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি।

২। শবে মিরাজ পালন করা বিদআতঃ

মিরাজের তারীখ যদি নিশ্চিতরূপে জানা সম্ভব হতো, তাহলেও তা পালন করা আমাদের জন্য জায়েয হতো না। কারণ, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বা তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ কেউ কখনো শবে মিরাজ পালন করেননি। আর আমাদের কর্তব্য হল তাঁদের অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, "যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছে প্রথম যুগের সেই মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণ এবং যারা তাদেরকে উত্তমভাবে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার পাদদেশে বয়ে গেছে নদীসমূহ। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আর এটাই হল সবচেয়ে বড় সফলতা।" *(সূরা তাওবাহ ১০০ আয়াত)* কাজেই আমরা যদি "সবচেয়ে বড় সফলতা" অর্জন করতে চাই, তাহলে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে, তাঁরা যা করেছেন তা করতে হবে এবং তাঁরা যা করেননি তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

যে কাজ রাসূল ﷺ বা তাঁর সাহাবীগণ করেননি, সে কাজ ধর্মীয় কাজ হিসাবে বা সওয়াব লাভের কামনায় করলে তাকে "বিদআত" বলা হয়। আর বিদআত জঘন্য অন্যায়। কারণ, বিদআতী মূলতঃ এ কথা বলতে চায় যে, শবে মিরাজ পালন করা একটি ভাল কাজ। অথচ রাসূল ﷺ তা আমাদেরকে বলে যাননি। উপরন্তু যদি সবাই ইচ্ছামত মনগড়া ইবাদত করতে থাকে, তাহলে ইসলামের প্রকৃত রূপ বিকৃত হয়ে যাবে। এ জন্য রাসূল ﷺ আমাদেরকে বিদআত করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমাদের এ বিষয়ে (দ্বীনে) যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যে ব্যাপারে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, প্রত্যাখ্যাত হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)* তিনি আরো বলেছেন, "সবচেয়ে উত্তম বাণী হল আল্লাহর বাণী। সবচেয়ে ভাল শিক্ষা ও তরীকা হল মুহাম্মাদের শিক্ষা ও তরীকা। আর সবচেয়ে খারাপ কর্ম হল নতুন উদ্ভাবিত কর্ম। সকল প্রকার নতুন কাজই বিদআত। আর সর্ব প্রকার বিদআতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।" *(মুসলিম)* কাজেই কোন বিদআতকে (বিদআতে হাসানাহ) ভাল বলার অবকাশ নেই।

৩। মুসলিম উম্মাহর কর্তব্যঃ-

প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুন্নাহ ও শিক্ষার অনুসরণ করে চলা। তাঁর শিক্ষার বিপরীত সকল প্রকার বিদআতকে বর্জন করা এবং অপরকে এ পথে চলতে আহ্বান করা। এ কথাই মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "মহাকালের শপথ! সমস্ত মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।" *(সূরা আসর)* মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, "ন্যায়, সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর এবং পাপ ও অন্যায় কাজে একে অপরের সহায়তা করো না।" *(সূরা মাইদাহ ২ আয়াত)* হাদীস শরীফে রাসূল ﷺ বলেছেন, "ইসলাম ধর্মের মূল শিক্ষা হল আন্তরিকতা, হিতাকাঙ্খা ও সৎ পরামর্শ দান করা।" সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! কাদের জন্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সকল মুসলিম জনসাধারণের জন্য।" *(মুসলিম)*

৪। রজব মাসের উমরাহঃ-

রজব মাসের একমাত্র বিশেষ ইবাদত হল এ মাসে উমরাহ আদায় করা। সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, রাসূল ﷺ রজব মাসে উমরাহ আদায় করেছেন। অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা রজব মাসে উমরাহ আদায় করতেন।

(শায়খ ইবনে বায রাহেমাহুল্লাহ-এর ফতোয়া অবলম্বনে)

(مجلة الدعوة: العدد ١٥٦٦، ١٤١٧/٦/٢٦هـ)